

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
www.dftd.gov.bd
http://www.dftd.gov.bd
আটার বরাদ্দ আদেশ

খাদ্য মন্ত্রণালয়, সরবরাহ-১ শাখা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ২৫/০৬/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩৩.০০৩.২২.১৩৭ নং স্মারক; সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা ২৬/০৬/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৫২.৫৭.০১৪.১৯.৪২১ নং স্মারক এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়, সরবরাহ-১ শাখা, ঢাকা ১৬/১১/২০২২ খ্রিঃ তারিখের ৪২৩ নং স্মারক ও খাদ্য অধিদপ্তর, বন্টন শাখা, ঢাকা ১৭/১১/২০২২ খ্রিঃ তারিখের ৮৬২ নং স্মারকে ধার্যকৃত দরে নিম্নেবর্ণিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার ০৬ জন ওএমএস ডিলারগণকে অন্য ১২/০৭/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকার সময় ময়দাকল মেসার্স ব্রাদার্স ফ্লাওয়ার মিলস, নয়ানগর, নয়াগোলাহাট ও মেসার্স রমজান ফ্লাওয়ার মিলস, প্রফেসরপাড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ হতে উপ-বরাদ্দ দেওয়া গমের ফলিত আটা উত্তোলন করার জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হলে। একইসাথে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (সাধারণ শাখা), চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর ৩১/০৮/২০২২ খ্রিঃ তারিখের ৭৭৬ নং স্মারকের নির্দেশনামুযায়ী জেলা ওএমএস কার্যক্রম সূচারণভাবে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট ডিলারের নামের পার্শে নিজের কেন্দ্র তদারকি করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে আটা বিক্রয়ের ট্যাগ/তদারকী অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ করা হলে।

ক্র. নং	ডিলারের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা, মোবাইল নম্বর	বিক্রয় কেন্দ্রের নাম	জেলা প্রশাসন কর্তৃক নিয়োগকৃত তদারকী কর্মকর্তার নাম ও মোবাইল নম্বর	খাদ্য বিভাগীয় তদারকী কর্মকর্তা/কর্মচারীর (বিকল্প তদারক) নাম ও মোবাইল নম্বর	বরাদ্দ কৃত আটার পরিমাণ	দৈনিক বিক্রির তারিখ ও পরিমাণ		মন্তব্য
						১৩/৭/২৩	১৪/৭/২৩	
১	আব্দুল হামিদ খান, পিতা- রমজান আলী খান, নিমতলা, ফকিরপাড়া, ০১৭৩৯-১২৭০০৬	আলীনগর উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন	জনাব মোহাম্মদ আনিসুর রহমান খান উপ-পরিচালক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মোবাইল: ০১৪০৪-০৭২৪১০	মোঃ রেহমা ইয়াসমিন মোবাইল: ০১৭৩৯-২০০৯১৪ খাদ্য পরিদর্শক	২.০০০	১.০০০	১.০০০	মে/রমজান ফ্লাওয়ার=১.৯৩০ মে/টন মে/প্রদান ফুট=০.০৭৫ মে/টন
২	মোঃ আসাদুল ইসলাম (কুতুব) পিতা- মৃত ফারুক উদ্দিন, ফকিরপাড়া, ০১৭১৫-৪২২৫৩২	নতুনহাট, বাজার সংলগ্ন	জনাব মোঃ জাকিরুল ইসলাম উপ-পরিচালক বিআরডিবি মোবাইল: ০১৭১২-৯৯৬৯৭৩	মোঃ রফিকুল ইসলাম মোবাইল: ০১৭৪৭-৫০১৯৬৬ উপ-খাদ্য পরিদর্শক	২.০০০	১.০০০	১.০০০	মে/রমজান ফ্লাওয়ার=২.০০০ মে/টন
৩	মোঃ মনিরুল ইসলাম, পিতা- মুন্সল ইসলাম, ফকিরপাড়া, ০১৭১২-০৪৫২৬৬	শিবতলা মোড় চাঁপাইনবাব	জনাব শরিফুল্লাহ জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা	মোঃ তহিদুল ইসলাম ০১৭২৬-৯১৬১৪৪ উপখাদ্য পরিদর্শক	২.০০০	১.০০০	১.০০০	মে/রমজান ফ্লাওয়ার=২.০০০ মে/টন
৪	মোঃ তারিক আজিজ খান পিতা- মোঃ মজিবুর রহমান, পাঠানপাড়া, ০১৭২৪-১১০০১২	নতুন জুজরাপুর ট্রাংকপটি	ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মোবাইল: ০১৭১২-৪৯৪৭৯৪	মোঃ কাওসার হোসেন মোবাইল: ০১৭২৬-৩৭৬০২৭	২.০০০	১.০০০	১.০০০	মে/রমজান ফ্লাওয়ার=২.০০০ মে/টন
৫	মোঃ আশরাফুল ইসলাম পিতা- মৃতঃ আবুল কাশেম, টোকাটীয়া, ০১৭৪০-৩৪৩৪৬৪	শাহনেয়ামতুল হা কলেজ মোড়	কৃষিবিদ মোঃ মাহমুদার রহমান উপ-পরিচালক, ইসলামিক	মোঃ সালেমা খাতুন মোবাইল: ০১৭৪২-৮২০৫২১ উপ-খাদ্য পরিদর্শক	২.০০০	১.০০০	১.০০০	মে/রমজান ফ্লাওয়ার=২.০০০ মে/টন
৬	মোঃ বদিউজ্জামান, পিতা- মোঃ দাউদ আলী, ফকিরপাড়া, নন্দাশংকরবাটী, ০১৭১৩-৭৩৫৭৫৮	রাজারামপুর অধিরের মোড়	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম জেলা ঝিনুপন কর্মকর্তা মোবাইল: ০১৭১৬-৫৩৯৮৬৭	মোঃ মুনিরুল ইসলাম ০১৭২০-৯৮১৭৪৪ সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শক	২.০০০	১.০০০	১.০০০	মে/রমজান ফ্লাওয়ার=২.০০০ মে/টন
মোট=					১২.০০	৬.০০০	৬.০০০	

ক) উপ-বরাদ্দকৃত গমের ফলিত আটা মিলার প্রতি কেজি ২১.৫/- (একুশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা) দরে (নগদ মূল্যে) খাদ্য বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত সংশ্লিষ্ট ওএমএস ডিলারদের নিকট বিক্রয় করবেন। ওএমএস ডিলারগণ প্রতি কেজি ২৪/- (চব্বিশ) টাকা মূল্যে মাথা পিছু সর্বোচ্চ ৪(চার) কেজি হারে আটা ভোজ্য পর্যায়ে বিক্রয় করবেন। আটা বিতরণ/বিক্রয়ের অন্তত একদিন আগে ডিলারগণ আটা উত্তোলন করবেন এবং পরের দিন সকাল ৯-০০ টা থেকে আটা বিক্রয় কার্যক্রম শুরু নিশ্চিত করণার্থে জেলা প্রশাসন/খাদ্য বিভাগ নিয়োগকৃত তদারকী কর্মকর্তা/কর্মচারীর উপস্থিতিতে বরাদ্দের দিন (রবিবার হতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত যেকোন দিন তবে সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত) বিকাল ০৫-০০ টা অথবা বিক্রি শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেটি আগে ঘটে) বিক্রয় করতে হবে।

খ) ভোজ্য পর্যায়ে জনপ্রতি সর্বোচ্চ ০৪(চার) কেজি করে প্রতি কেজি আটা ২৪.০০ (চব্বিশ) টাকা হিসেবে ডিলারগণ বিক্রয় করবেন।

গ) জেলা প্রশাসন/খাদ্য বিভাগ তদারকী কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট দোকানে মজুদ পরীক্ষাতে দিনের নির্ধারিত পরিমাণ (১০০০) কেজি আটা বিক্রয়ের আদেশ দিয়ে তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক বিক্রয় আদেশ দিবেন। বিক্রয় শেষ মজুদ পরীক্ষাতে মন্তব্য লিপিবদ্ধকরত: তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক সমাপনী স্বাক্ষর করবেন।

ঘ) জনপ্রতি নির্ধারিত পরিমাণ আটা বিক্রয় ও বিক্রয় খাদ্যশস্যের মাষ্টার রোল ডিলারগণ তৈরি করে সংরক্ষণ করবেন।

জ) প্রত্যেক ডিলার ওক্রেতার, শনিবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন বরাদ্দ প্রাপ্ত ১.০০০ মে.টন কিংবা ১.০০০ মে.টনের মধ্যে যতটুকু বিক্রয় হয় ততটুকু করে আটা বিক্রয় করবেন এবং দিনের জন্য বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য বিক্রয় অন্তে নিঃশেষ না হলে দিনের অবিক্রিত খাদ্যশস্য পরবর্তী ওএমএস দিবসের বরাদ্দের সাথে ডিলার সমন্বয় করে বিক্রয় করবেন।

ঝ) জেলা প্রশাসন/খাদ্য বিভাগ কর্তৃক নিয়োগকৃত তদারকী কর্মকর্তা/ট্যাগ অফিসার বিক্রয় স্থলে দিনের বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্যের বস্তা ও পরিমাণ সম্পর্কে সন্মুখ হয়ে বিক্রয় আদেশ দিবেন। তদারকী কর্মকর্তা বিক্রয় কার্যক্রমে কোন অনিয়ম দেখলে তৎক্ষণাত জেলা প্রশাসন/অত্র দপ্তরকে অবহিত করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ঞ) ডিলার মজুদ রেজিস্টার, বিক্রয় রেজিস্টার ও পরিদর্শন রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন। প্রত্যেক ডিলার পরবর্তী বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য পূর্ববর্তী বিক্রয়ের তথ্য মাষ্টার রোল নির্ধারিত তদারকী কর্মকর্তা কর্তৃক বরাদ্দ প্রদানের সুপারিশ সাপেক্ষে খাদ্য পরিদর্শক/উপ-খাদ্য পরিদর্শক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর নিকট জমা প্রদান করবেন। পরবর্তী বিক্রয়ের জন্য খাদ্য পরিদর্শক/উপ-খাদ্য পরিদর্শক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ হতে প্রাপ্ত সুপারিশ সাপেক্ষে পরবর্তী বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

ট) আটা মাপার নিক্ষেপ এবং বাটখারা/ ডিজিটাল ওজন মাপক যন্ত্র ক্রটিমুক্ত হতে হবে। ডিলার কর্তৃক কোন কারচুপি বা অসাবুত পরিদৃষ্ট হলে তদারকী কর্মকর্তা জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ অথবা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বরাবর লিখিত রিপোর্ট প্রেরণ করবেন। খাদ্য অধিদপ্তরের ওএমএস বিক্রয় নীতিমালা/২০১১' ও ওএমএস নীতিমালা/২০১৫ এবং পরবর্তীতে জারীকৃত অন্যান্য নির্দেশনাসমূহের সকল শর্তাবলী সঠিকভাবে অনুসরণ করে দৈনিক বিক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ করতে হবে।

ঠ) করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিহার্য হতে ওএমএস কার্যক্রমে আটা বিক্রির সময় স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করার বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় রেখে ভোজ্যগণের মাঝে দুবৃত্ত বজায় রাখার জন্য ৩(তিন) ফুট পরপর গোলক চিহ্ন মার্ক দিয়ে ভোজ্যদের দাঁড় করানোর বিষয়টি যথাযথ প্রতিপালন করতে হবে। এর ব্যতায় হলে স্থানীয় প্রশাসন/আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তৎক্ষণিক ওএমএস নীতিমালা মোতাবেক তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রচলিত আইনের আওতায় নিয়ে আসবেন।

